দৈনিক ইনকিলাব

29 SEP 1987
তারিখ 29 SEP 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

41

আজব কেলেঙ্কারী

29 SEP 1987

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন গর্হিত কাজ হলেও আজকাল দেশবাসী এটাকে কোন একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে করে না। কিন্তু এক সময় ছিল যখন পরীক্ষায় অসদুপায়ের বিষয়টি পরীক্ষার্থীদের কাছেও ছিল একান্ত অকল্পনীয়। কিন্তু বিগত এক যুগের উর্ধ্বকাল থেকে পরীক্ষায় দুর্নীতি চরম বিস্তার লাভ করেছে। এমনকি পরীক্ষা হলে অবাধ গণটুকাটুকির দাবীতে পরীক্ষার্থীরা মিছিল পর্যন্ত বের করে।

নকল করে পরীক্ষা পাস করার জন্য মিছিলের মাধ্যমে দাবী উত্থাপনের বিষয়টি দেশবাসীর কাছে ছিল একান্তই অভাবনীয় ও বিস্ময়কর। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জালিয়াতির বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়। বিশেষ করে ব্যাংক জালিয়াতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায়ও মানুষ খুব একটা বিস্মিত বোধ করে না। কিন্তু সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতা নিয়ে যে জালিয়াতি হয়েছে তাতে দেশবাসী শুধু বিস্ময় বোধ করেনি; বরং হতবাক হয়েছে। এমনকি এ ঘটনাটি পরীক্ষায় অসদুপায়ের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২ জন ছাত্র-ছাত্রী অফিসের একটি কক্ষে বসে পরীক্ষার খাতায় অসম্পূর্ণ প্রশ্নোত্তর গোপনে লেখার সময় ছাত্রদের হাতে ধরা পড়লে এ জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ব্যবস্থাপনা বিভাগের অফিস সহকারী উক্ত দু'জন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে মাথাপিছু দু'হাজার টাকা অগ্রিম গ্রহণ করার পরই তিনি তাদেরকে এ সুযোগ করে দেন। কিন্তু ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাপর ছাত্ররা ঘটনাস্থলে এলে উক্ত দু'জন ছাত্র-ছাত্রীই পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে; কিন্তু ছাত্রদের হাতে ধরা পড়ে।

পরীক্ষার খাতায় জালিয়াতির সাথে জড়িত একজন ছাত্র ও অপরজন ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তারা না-কি নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে এবং এ ঘটনাটি ঘটেছে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ১২ দিন পর। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন আর পরীক্ষা শেষ হবার ১২ দিন পর পরীক্ষার খাতায় অসম্পূর্ণ প্রশ্নোত্তর লেখার সুযোগ লাভ করা এক কথা নয়। পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে পরীক্ষার খাতা কর্তৃপক্ষের কাছে চলে যায়। আমরা যতদূর জানি, পরীক্ষার খাতাসমূহ বিশেষ গোপনীয়তার সাথে রক্ষা করা হয়। বিশেষ করে পরীক্ষার খাতা-পত্রের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস সহকারী মাত্র ৪ হাজার টাকার বিনিময়ে যে কলংকজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে তাতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামই শুধু ক্ষুণ্ণ হয়নি; বরং প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত প্রতিটি কর্মকর্তার মুখে কলংক লেপন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ জালিয়াতি হচ্ছে বলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সন্দেহ প্রকাশ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষার খাতা নিয়ে এ ধরনের জালিয়াতির বিষয় কেউ হয়তো এর আগে কল্পনা করেনি। কিন্তু এ ঘটনাটি ঘটে যাবার পর এ ধরনের জালিয়াতি অতীতে আরো হয়ে থাকবে বলে অবশ্যই সন্দেহ করা যেতে পারে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সন্দেহ হয়তো অমূলক নয়। যদি তা-ই হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি ঘুর্ণাক্ষরেও তা জানতেন না? অথবা পরীক্ষা শেষ হবার ১২ দিন পরও পরীক্ষার খাতাসমূহ এরূপ অরক্ষিত থাকার কারণ বোধগম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই হয়তো এই জালিয়াতি সম্ভব হয়েছে।

যা হোক, এ সম্পর্কে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করে জালিয়াতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য বলেই আমরা মনে করি। জাতীয় দৃষ্টি কোণ থেকেও বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।